Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 24
Website: https://tirj.org.in, Page No. 210 - 218
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, published on January 2024, Page No. 210 - 218
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

নলিনী বেরা'র 'শবর চরিত' উপন্যাস : এক 'অপরাধ প্রবণ জাতির' ইতিহাস, এক বিপন্নতার আখ্যান

অধ্যাপক সাধনকুমার সাহা
বাংলা বিভাগ, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
ও
উৎপল ডোম
গবেষক, বাংলা বিভাগ, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: udome93@gmail.com

Received Date *11. 12. 2023*
Selection Date *12. 01. 2024*

Keyword
Nalini Bera's novel, 'Shabar Charit', History of a Crime, prone Nation, narrative of peril.

Abstract
Shabar caste is a primitive race of India. The Shabar caste is mentioned in Aitareya Brahmana. In addition, this 'Shabar Charit' novel is written about those who are mentioned as 'Asur' in RigVeda, 'Mlechcha' in Amarkosha,'Kshatriya' in Matsya Purana and Bayu Purana. In the author's words, this novel is based on 'Churnayaman Asti - Kankaler Rekha'. Shastrakara Manu called them the second type of Shudra produced in Shudrayoni. A nation outside caste. Those who live mainly in the main trees, mountains or sub-forests. Socially, this Shabar caste is mainly considered as 'crime prone caste'. Theft is their main livelihood. They know that wherever in the world, whatever is stolen, the police will appear in Lodha neighborhood to catch the thief. When the police arrived in Lodha neighborhood, these Lodha Shabars hid themselves in the forest, in the mother's womb. For the Lodha Shabars, the forest is like mother nature. Everything in the forest is their inheritance. The right over the forest is their birth - this is their opinion and belief. They know that the forest will save them if they save them, if they kill them, they will kill them. Therefore, they pick up the fruits of Tapoban forest, animals, vegetables, etc., at the instigation of local moneylenders, they steal the valuable trees and plants of the forest for a small amount of money. The lifestyle of the Shabar class was very much in the lap of forest nature. But these primitive people of India lost

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 24
Website: https://tirj.org.in, Page No. 210 - 218
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

all their rights after a period of time. Their eviction begins as per the Forest Conservation and Forest Control Act. A license or permit is required to collect food in the forest. If they can't show it, they will be tortured by forest guards, if not, they will be sent to the headquarters under the accusation of theft. Along with men, women are also oppressed. Having lost their ancient rights, they were uprooted from the habitat and faced an unknown danger. A girl from this Lodha Shabar society is enlightened by the light of education and wants to reform the society of Lodhas, wants to move the Lodha society from darkness to the path of light. But how much effort is possible for a marginal class girl alone? There is an ancient history, an unknown sense of life hidden in the customs, ritual reforms, and culture of this primitive people. The sense of life, history, culture of this Shabar nation, how the people living in the lap of forest nature in this era of globalization have become disenfranchised and endangered have been discussed in the current discussion paper.

Discussion

ভারতীয় সমাজ ও শাস্ত্রে শবর জাতি এক 'অপরাধ প্রবণ জাতি' হিসাবে পরিচিত। সমাজ ও শাস্ত্র মতে চৌর্যবৃত্তি যাদের মূল জীবিকা। শাস্ত্রকার মনুর মতে এরা বর্ণাশ্রম বহির্ভূত জাতি। গ্রামোপকণ্ঠে, প্রধান প্রধান বৃক্ষমূলে, শ্মশানে, পাহাড়, পর্বত, বন জঙ্গল অরণ্য প্রকৃতির অন্তরালে যাদের বসবাস। শূদ্রযোনিতে উৎপন্ন দ্বিতীয় প্রকারের শূদ্র এক আদিম অনার্য জাতি। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে 'শবর', ঋগ্বেদে 'অসুর', অমরকোষে 'ম্লেচ্ছ', হিসেবে যারা উল্লেখিত তাদেরই জীবন-জীবিকা, কৃষ্টি-সংস্কৃতি, ইতিহাস অবলম্বনে রচিত 'শবর চরিত' উপন্যাস। এই সব বর্ণাশ্রম বহির্ভূত, অরণ্য, পাহাড়, ডুংরির কোলে বসবাসকারী প্রাচীন জনজাতি সম্পর্কে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'আরণ্যক' উপন্যাসে এক স্থানে বলেছেন-

> "যাযাবর আর্য্যগণ উত্তর-পশ্চিম গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করিয়া স্রোতের মত অনার্য্য আদিমজাতি শাসিত প্রাচীন ভারতে প্রবেশ করিতেছেন... ভারতের পরবর্ত্তী যা কিছু ইতিহাস - এই আর্য সভ্যতার ইতিহাস... বিজিত অনার্য জাতিদের ইতিহাস কোথাও লেখা নাই – কিংবা সে লেখা আছে এই সব গিরি গুহায়, অরণ্যাণীর অন্ধকারে চূর্ণায়মান অস্তি কঙ্কালের রেখায়। সে লিপির পাঠোদ্ধার করিতে বিজয়ী আর্য জাতি কখনও ব্যস্ত হয় নাই। আজও বিজিত হতভাগ্য আদিম জাতিগণ তেমনই অবহেলিত, অপমানিত, উপেক্ষিত। সভ্যতাদর্পী আর্যগণ তাহাদের দিকে কখনও ফিরিয়া চাহে নাই, তাহাদের সভ্যতা বুঝিবার চেষ্টা করে নাই, আজও করে না।"[১]

'শবর চরিত' এর লেখক নলিনী বেরা এই সব অনার্য জাতি গোষ্ঠীর ইতিহাস বিভূতিভূষণের মতোই অনুসন্ধান করেছেন মেদিনীপুর জেলা জঙ্গলমহলে বসবাসকারী শবর জনগোষ্ঠীর মধ্যে। লেখক শবর জনজাতির 'চূর্ণায়মান অস্তি-কঙ্কালের রেখা' অবলম্বন করে অনুসন্ধান করেছেন এক আদিম সংস্কৃতি, এক প্রাচীন ইতিহাস -এর। ফল স্বরূপ 'শবর চরিত' হয়ে উঠেছে শবর জাতির মহাকাব্য, শবর জাতির ইতিহাস।

বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে 'চর্যাপদ' এর মাধ্যমে আমরা শবর জাতির জীবনবোধ সম্পর্কে প্রাথমিক ভাবে জ্ঞাত হয়। চর্যাপদে দেখা যায় –

> "উঁঞ্চা উঁঞ্চা পাবত তঁহি বসই সবরী বালী।
> মোরঙ্গি পীচ্ছ পরহিণ সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী।। ধ্রু।।"[২] (২৮ নং পদ)

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 24
Website: https://tirj.org.in, Page No. 210 - 218
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

নগর প্রান্তে উঁচু উঁচু পাহাড়ের টিলা, ডুংরিতে শবর শবরীর সংসার-গৃহ। শবরী বালিকা সেই গৃহ বাস করে। পরিধানে তার ময়ূরের পুচ্ছ, গলায় তার গুঞ্জা ফুলের মালা। উল্লেখ্য পদে শবর-শবরীর প্রেম ও মিলনের দৃশ্য বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া এই পদে শবর জাতির সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে স্পষ্ট ধারনা বর্তমান। মনুর বিধান মতে যাদের অবস্থান ছিল গ্রামোকণ্ঠে, পাহাড়, বন-জঙ্গলে, সেই চিত্র এই পদে পরিলক্ষিত। ৫০ নং পদেও দেখা যায় পাহাড়ের টিলায় শবর-শবরীর বাস। বাড়ির পাশেই দেখা যায় কাপাস আর ধানক্ষেত। ধান পাকা দেখে তাদের মন উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। কারন সেই ধান থেকে মদ তৈরি হয়, যা পান করে জ্যোৎস্না রাতে শবর শবরী মিলনে রত হয়ে সুখ অনুভব করে। এছাড়া শবরকে দাহ করার চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। পদে উল্লেখিত আছে –

> “কঙ্গুচিনা পাকেলা রে শবরাশবরি মাতেলা।
> অণুদিণ সবরো কিম্পি ন চেবই মহাসুহেঁ ভেলা।। ধ্রু।।
> চারি বাসে তাভলা রেঁ দিআঁ চঞ্চালী।
> তঁহি তোলি শবরো ডাহ কএলা কান্দ সগুণশিআলী।। ধ্রু।।”[৩] (৫০ নং পদ)

অর্থাৎ কঙ্গুচিনা পাকলে, তার রসের মদ পান করে শবর-শবরী মিলন সুখে মাতাল হয়ে পড়ল। শবর চেতনা হারাল। চাঁচাড়ী দিয়ে চার বাসে সাজানো জায়গায় তুলে শবরকে দাহ করা হল। চারিদিকে শিয়াল কুকুর কেঁদে উঠল। চর্যাপদে মূলত উপমা রূপকের আড়ালে শবর-শবরীর মিলন চিত্র বর্ণিত হয়েছে। অন্যদিকে আলোচ্য উপন্যাস ‘শবর চরিত’এ লোধা সমাজের মেয়ে লক্ষীরাণী মল্লিকের একটি কবিতায় প্রতিফলিত লোধা শবরদের জীবন স্বরূপ পরিস্ফুটিত -

> “মানুষ জাতি এরাও, মানুষ এদের নাম,
> বনে বনে ঘুরে বেড়ায় শিকার ওদের কাম।
> জাতিতে ওরা লোধা ছোট্ট ওদের ঘর,
> তালপাতাতে ছাওয়া কিংবা কিছু খড়।
> কিছু ঘরের অর্দ্ধেক প্রায় ধ্বসে পড়েছে জলে,
> এমনি ঘরে বাস করে, কিন্তু মানুষ ওদের বলে।
> ছিন্নবস্ত্র পরিধানে ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল
> কাঁধে নিয়ে লোহার সাবল যায় তাড়তে বনের মূল।
> উলঙ্গ প্রায় ছেলেগুলো সব ঘাঁটে বসে ধুলো,
> বাগালী করে ওরা – ওদের ছোট ভাইবোনগুলো।
> লিখাপড়ার ধার ধারে না কেউ জানে না ইহা,
> কেবল জানে পেট ভরাতে ছেলে বন্ধক দিয়া।”[৪]

এই লোধা শবরদের বসবাস মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম মহকুমার তপোবন জঙ্গলমহাল অঞ্চলে। লোধারা জানে জঙ্গলই তাদের মা-বাপ। লোধাদের মাতব্বর রাইবু, গুড়গুরিয়া সেকথা জানে। তাই জঙ্গলের গার্ডবাবুদের অত্যাচারের কথা যেমন ভাবে, পরক্ষণেই ভাবে “আরে ধুস জঙ্গল হল মা। তাবৎ লোধা মানুষ তো তার ছা-ছানা। সেই জঙ্গল – মায়ের রাজত্বে চরাচর সুখে আছে, সর্বলোক কুশলে আছে, কারো বিঘ্ন নেই!”[৫] তাই এরা নিত্য আহার্য্যের জন্য জঙ্গল ফেরে মায়ের গর্ভে ঢুকে জঙ্গলের ফল পাকুড়, জন্তু জানোয়ার, শামুক, গুগলি, মাছ সংগ্রহ করে। মূল্যবান গাছগাছালি চুরি করে স্বল্প মূল্যে বিক্রি করে দশরথ, বঙ্কা মাহাতোর মতো স্থানীয় মহাজনদের কাছে। লোধা সমাজে কোন নতুন ব্যক্তির আগমন ঘটলে লোধা পুরুষেরা জঙ্গলের গর্ভে নিজেদের আত্মগোপন করে। এরা অচেনা মানুষ এবং পুলিশকে বলে ‘কাঁকড়া’। এরা জানে দুনিয়ার যেখানেই যা কিছু চুরি যাক পুলিশ চুরির মাল সন্ধান চালাবে এই লোধাশোলের লোধা পাড়ায়। গৃহস্থের কাছে এই লোধারা কোনো কাজ পাই না। কারন একটাই সমাজ সভ্যতায় লোধারা ‘অপরাধ প্রবণ জাতি’ হিসেবে গণ্য। লোধাদের জীবিকা বলতে শালপাতা তৈরি করা,

> "দশটা বারোটা পাতা জুড়ে দিলেই থালা। আর এই থালা বাবুদের বিয়ে-সাদিতে লাগে, শহর বাজারে, হোস্টেলেও চলে, রাইবু আপনার মনে বুনছিল, বড় সুখেই বুনছিল।"[৬]

এই শালপাতা বোনা জঙ্গল নির্ভর লোধা-শবরদের জীবিকার মধ্যে একটা। এই তপোবন জঙ্গলমহলে কয়েক ঘর সাঁওতাল, একঘর তাঁতি, মাহাতো ভূমিজরা সুখে বাস করছে। কারণ এদের জমিজমা রয়েছে। লোধাদের জমিজমাও নেই। এরা চাষ আবাদ জানে না।

লোধাদের জমি চাষাবাদ নেই কেন? কারনটা ব্যাখ্যা করেছেন রাইবুর বাপ গেড়াশবর—

> "লদ্ধাদের চাষবাস শিখাতে পেথুমে গরু হাল দিল শিবঠাকুর। দিয়ে বলল চাষবাস কর। জঙ্গল কেটে চাষের জমি তৈয়ারি কর। ত জঙ্গল কাটতে কাটতে শবরদের খিদা-তেষ্টা পায়। কী খায়, কী খায়- ন, হালের বলদ টাকেই কেটে খেয়ে ফেলল। কিসে করে খাইল-ন, হাতের কানের তুল্য সেগুন পাল্ হায়। সেই থিক্যে জানবি সেগুনের ডগ ভাঙলেও রক্তের পারা রস গড়ায়। যাকে দিয়ে চাষবাস করবি, তাকেই কিনা কেটে খেয়ে ফেললি! হায় হায় বোকার জাত! রাগে কাঁই শিবঠাকুর তেখন অভিশাপ দিল, বনে জঙ্গলেই ঘুরে ঘুরে মরবি তোরা। তোদের কপালে চাষবাস নাই।"[৭]

একথা শুনে রাইবুর মাঝেমাঝেই মনে হয় সত্যিই কি বোকার জাত এই লোধা জাতটা। চাষের বলদ টাকে খেয়েছিলি যেমন এখন বনেজঙ্গলে আঁউলা বাঁউলা ঢুন্ডে মর। কত ঢুন্ডবি। এতদিন জঙ্গলের মধ্যে আহার ঢুঁন্ডে ঢুঁন্ডে দিন কাটাচ্ছিলি। কিন্তু 'অরণ্য সংরক্ষন' আইনের দ্বারা জঙ্গলের অধিকারী হয়ে ওঠে স্থানীয় হাটুয়া, মহাজনরা। লোধারা অপরাধ প্রবণ জাতি তাই বঞ্চিত। শুরু হয় লোধা-শবর, সাঁওতাল, কুম্ভকার, ভূমিজদের জঙ্গল থেকে উচ্ছেদ পর্ব। শালের পালহা-পতর, শালের ডগ্, শালবীজ, কেঁদপালহা, কেঁদফল, পাড়বার অধিকার লোধাদের আর থাকলো না। জঙ্গল নির্ভর কাজ কর্ম সম্পাদনের জন্য বেছে বেছে পছন্দমত লোক নিতে শুরু করে জঙ্গলবাবুরা। তাই রাইবুর মনে আশঙ্কা জাগে—

> "নিলামবাজ, ডাক ধরার ব্যবসায়ীরা তাদের যেমন খুশি পছন্দসই লোক দিয়ে পাতা তোলাবে, ডগ ভাঙ্গাবে, ফুল কুড়াবে, শালের বীজ ছড়াবে, কেঁদুপাতা তোলাবে, কেঁদু পাকাবে। লোধারা বাদ। বাদ, বাদ। তখন ১ সের কেঁদুপাতার দাম কত? নির্ঘাত বিশ-পঁচিশ। আর ১ হাজার শালপাতারই বা দাম কী? দশ-পনেরো টাকা হবে হেসে খেলে। দু-দশ গণ্ডা কেঁদ পাকিয়ে ঝুড়ি ভরে আঁচল চাপা দিয়ে লোধা মেয়েরা লোধা বুঢ়হি-বাউড়ীরা হলিয়ে-ঢলিয়ে আর যেতে পারবে না গ্রামে-গঞ্জে। আর পারবে না চার-ছগন্ডার বিনিময়ে এক-আধসের চাল বাগিয়ে আনতে।"[৮]

— একদিকে অরণ্য সংরক্ষণ আইন প্রবর্তিত হওয়ায়, অন্যদিকে স্থানীয় মহাজনদের জঙ্গলের উপর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হাওয়ায় লোধাদের দুর্দিন শুরু হয়।

তবে পঞ্চায়েত থেকে এই লোধা শবরেরা ছাগল কেনা, ঘুরকা কেনা, বাঁশ কেনা, বাবুই চাষ প্রভৃতির জন্য লোন পেয়ে থাকে। যে টাকার বিনিময়ে এরা হাঁস-মুরগি, গবাদি পশু পালন, বাবুই ঘাস থেকে দড়ি তৈরি করতে, বাঁশ কিনে খাঁচী, কুঁচি, ঘুসি-ঘুনি, আড়-পাটা মাছ ধরার খলুই, কত কী তৈরি করতে পারত, এক স্বল্প উপার্জনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে পারত। কিন্তু তা না করে লোনের টাকা খরচা করে নিজেদের পেট পূজায়, নিজেদের আহারে বিহারে। লোনের টাকা উপার্জন ক্ষেত্রে ব্যবহার না করায় এরা লোন শোধও দিতে পারেনা। হলে দ্বিতীয় বার পঞ্চায়েত থেকে লোনও পাওয়া যায় না। পঞ্চায়েত বাবুরা যখন খোঁজখবর নিতে আসে তখন এরা জঙ্গলে নিজেদের গোপন করে, পঞ্চায়েত ডেকে পাঠালেও সেখানে এরা হাজির হয় না। অন্যদিকে স্থানীয় মহাজদের কাছে কর্জ নেয়, চড়া সুদে দাদন গ্রহণ করে, শোধ করার জন্যে গাছকাটা, কাঠচুরির মতো অপরাধমূলক কাজকর্ম করে থাকে।

লোধা পাড়ায় আজ আসে পঞ্চায়েত, তো কাল আসে গার্ডবাবু নরসিঙা। উভয়ের মূলে রয়েছে অর্থ। এই চাপ সামলাবে কিভাবে। অন্যদিকে জঙ্গলের অধিকার হারিয়ে যাচ্ছে দিনে দিনে। তাই লোধা পুরুষ মেয়েরা মিলে সিদ্ধান্ত নেয় এবার তারা যাবে পুবাল দেশে নাবাল খাটতে। লোন শোধ করতে না পারলে 'কোরক' হবে, তখন সোজা জেলখানায় পচে মরতে হবে। তাছাড়া এদের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি তো যে কেউ যখন তখন ভেঙে গুড়িয়ে দিচ্ছে— "কাল বঙ্কা, তো আজ

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 24
Website: https://tirj.org.in, Page No. 210 - 218
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বঙ্কা। বসন্ত কামিল্লার এই লোধা পাড়ার বউড়ী-ঝিউড়ীদের নিয়ে চলল 'পুবের দেশ' মজুরি খাটতে ধান কাটার কাজে। লোধারা চলল নাবাল দেশে 'নাবাল খাটতে'। এক বাস ছাড়ে তো অন্য বাসে ওঠে। ডাহা ডুঙোড়, পাহার-টিলা, বন-বাদাড়, চড়াই-উৎরাই এর দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে সমতলে নীচে, নামালে, পুবের দেশে। যাচ্ছে বালিচক – সবং – ডেবরা – পাঁশকুড়া - পিংলায়, কেয়াহিয়াড়ি – বাঘাস্তি - দাঁতন – গোমন্তা – মোহন – পুর - সোনাকানিয়ায়, যাচ্ছে কেশপুর – নাড়াজোল – দাসপুর – ক্ষীরপাই - ঘাটালে, নয়তো শালবনী – গড়বেতা – সোনামুখী - পানাগড় – গলসী – ইন্দাস - পাত্রসায়রে।"[৯] কারন তপোবন জঙ্গলমহালে অরণ্য সংরক্ষণ আইন চালু হওয়ায় জঙ্গলের বেনামী জমি উদ্ধার করা, জঙ্গলের গ্রাম উচ্ছেদ করা শুরু হয়। আর সেই উদ্ধারকারী জমি নিলামে লিজ দেওয়া হচ্ছে স্থানীয় মহাজন, গার্ডবাবুদের। লোধারা শুধু দেখে, আর তাদের মনে জাগ্রত হয় আত্মসচেতনা বোধ, অধিকার হারানোর বোধ। তাই তারা অরণ্যে নিজেদের অধিকার দাবি তোলে। রাইবু সবাইকে বলে,

> "যে যাই বলুক, জঙল আমাদের হকের, জঙলের গাছপালহা আঁউলা-বাঁউলা কুরকুট-মুরকুট সব আমাদের, আমরা বলে সেই কুন মান্ধাতার আমল থিক্যে –
>
> সে ত তোর বাপও বলত, বড়সোলের গজনাও বলে। কিন্তুক গেঁড়াবুড়হা কী পারল হাটুয়াদের হাত থিক্যে জঙলকে বাঁচাতে? বেবাক লদ্ধা জাতকে বাঁচাতে? নাই, পারল নাই।
>
> পারুক না পারুক, স্বরগে গেছে লোকটা, তাকে এখন টেনে এন্যে লাভ কী? তাছাড়া গেঁড়াকাকা কী কম করেছে আমাদের জন্যে? নেমকহারাম লদ্ধা জাত সবকিছুই ভুলে যায়। ভুলে যায়, ভুলে যায়।"[১০]

এরা নিজেদের অধিকার অর্জনের জন্য, নিজেদের দাবি বা আর্জি নিয়ে উপস্থিত হয় নিজেদের উদ্ধারকারী মহাজন দিল্লেশ্বর মাহাতো, বঙ্কা মাহাতো এবং সবশেষে বীট অফিসার নৃসিংহ রাও-এর কাছে। কেউ এদের সমাধানের পথ বলে দেয়নি। শবরদের অধিকার রক্ষার্থে কেউ সাহায্য করেনি। রাইবু নিজেকে মনে করে জঙ্গলেরা রাজা, শবর রাজা। সবাই তাকে নমো করে। কিন্তু সে শবর রাজা হয়েও অরণ্যে তাদের অধিকার অর্জন করতে পারেনি। শবর রাজা শবরদের অধিকার ফিরিয়ে দিতে ব্যর্থ হয়েছে।

জঙ্গলমহলে অরণ্য সংরক্ষণ আইন প্রয়োগ হওয়ায় লোধাদের এখন জঙ্গলে প্রবেশ করতে গেলে দেখাতে হয় পারমিট, লাইসেন্স। না দেখাতে পারলেই সহ্য করতে হয়ে গার্ডবাবুদের অত্যাচার, না হলে চালান দেওয়া পাঁচ কাহানিয়া সরকারি বিট অফিস। দীর্ঘদিন ভোগ করতে হয় জেল বন্দী জীবন। কখনো কখনো গুম করে দেওয়া। গার্ডবাবুদের অত্যাচার থেকে শবর মেয়েরাও রেহাই পায় না। জঙ্গলে আহার্য সংগ্রহের সময় গার্ডবাবুদের নজরে পড়লে খুলে নেওয়া হয় তাদের কাপড় চোপড়, উলঙ্গ করে শোনায় অশ্রাব গালিগালাজ, কখনো কখন ধর্ষণও করা হয়। জঙ্গলে গার্ড বাবুদের অত্যাচার যেমন সহ্য করতে হয় তেমনি গৃহে শবর পুরুষদের পাশাপাশি সহ্য করতে হয় পুলিশের অত্যাচার। লোধা পাড়ায় পুলিশের আগমণ ঘটলে শবর পুরুষেরা নিজেদের আত্মগোপন করে জঙ্গলের গর্ভে, কিন্তু শবর নারীরা থাকে ঘরে। ফলে অনেক সময় শবর নারীরা পুলিশের লোভ লালসার শিকারে পরিণত হয়। রাইবুর বউ শিশুবালা এই শিকারে পরিণত হয়েছে। শবর মেয়ে বউরা বাধা দিতে গেলে উচ্চবর্গ শোনায় তাদের জাতের আভিজাত্যের কথা "ছিঃ দুষ্টু করে না, ছিঃ। বলতে বলতে দারোগা শিশুবালাকে বুকের ভিতর জাপটে ধরে ধস্তাধস্তি শুরু করল, একসময় নাজেহাল হ'য়ে বলল, ইডিয়ট, বুঝিস না আমার ঔরসে তোর পেটে লোধাবাচ্চা হবে না, হবে বামুনবাচ্চা, - এসব ভেবেও তোর সুখ হচ্ছে না, সুখ?
বামুন? বিশ্বাস করলি না, তবে এই দ্যাখ –
দারোগা জামার ভিতর থেকে ধবধপে সাদা পৈতেটা টেনে এনে শিশুবালার চোখের সামনে তুলে ধরল।
শিশুবালা দু'চোখ বুজে ফেলে, যেন দেখতে পায় – ভগবান স্বয়ং গাছে বসে আছেন পা ঝুলাঞে, পদ্দোফুলের পারা রাঙা পা দুখান, ত রাইবুলোধা কাঁড়বাঁশ লিয়ে ইদিক-সিদিক ঘুরছে, ঘুত্তে ঘুত্তে গাছের উপর মিরগির কান দেখে কাঁড় ছেড়ে দিল্ল-অ, সেই কাঁড়ে ভগবান মরে যাচ্ছেন, আর বলে যাচ্ছেন, রাইবু রে তুঁই বেড়ে পুন্নবান, ইবার থিক্যে তোর জাত হবে বেরাম্ভণের থিক্যেও বড়।"[১১]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 24
Website: https://tirj.org.in, Page No. 210 - 218
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

আবার এই প্রান্তিক শ্রেনির নারীদের মনে মাঝে মাঝে বাসনা জাগ্রত হয় গৃহস্থ হওয়ার, সাধ জাগে গৃহস্থের সাথে ঘর সংসার করার। তাই ফুলটুসি যেমন ভাবে, শিশুবালাও তেমনি মাঝে মাঝে ভাবে "আচ্ছা সে যদি বঙ্কার বউ হত? বঙ্কা মাহাতোর বউ? তার খুবই সুখ হত। হত কী? বনে- জঙ্গলে সাপখোপের ভিতর এটা-ওটা ঢুঁড়তে হত না, দিব্যি খেতে পেত, সরু সরু চিকন 'চাউড়ের' ভাত। শাড়ি ব্লাউজ, কত কী পরতে পেত কাপড় – চোপড়। ভরভেট খেয়ে দুপুরে ভাতঘুম, রোদে-রোদ্দুরে ঘুরতে হত না। আড়বেলায় রূপার গাডু থেকে এক খিলি সাজা পান, দক্তা মিশানো, মুখেপুরে এবাড়ি-সেবাড়ি ফুরফুর ঘুরে বেড়ানো। খালি যা রাত হলে তুলোর তুল্য বিছানায় বঙ্কার দরুন শুয়ে থাকা।"[১২] এই লোধাণীরা যেমন মাঝে মাঝে গৃহস্থ হওয়ার স্বপ্ন দেখে, তেমনি স্থানীয় মহাজনদের কাছে যাদের ঘিরে তাদের বাসনা, সেসব গৃহস্থের কাছে নিজেদের অরণ্যের অধিকার দাবী করতে কুণ্ঠা বোধ করেনি।

এই লোধা জনজাতি নিজেদের জাতির উৎপত্তি সম্পর্কে জানে - "ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলছে, অঙ্গিরস গোত্রের অজীগর্ত তার পুত্র শুনঃশেফকে মাত্র তিনশ গাভীর বদলে বরুণদেবের বলিরূপে বিক্রি করে দেন। বিশ্বামিত্র সেই শুনঃশেফকে বলি থেকে উদ্ধার করেন এবং তাঁর শতপুত্রের আগে প্রথমপুত্র হিসাবে স্থান দেন। কিন্তু বিশ্বামিত্রের আসল পুত্ররা শুনঃশেফকে স্বীকারই করেননি। রাগী বিশ্বামিত্র তখন ক্রুদ্ধ হয়ে পুত্রদের এই বলে অভিশাপ দেন যে, তাদের বংশধররা হবে অন্ধ্র, পুণ্ড্র, শবর, পুলিন্দ, মুতিব, দস্যু ও 'অন্তবর্ণের'।"[১৩] এছাড়া ঋকবেদে আছে - "বৈশ্বানরের উপাসকরা মাঝে মাঝে কালো মানুষদের বস্তিতে আগুন ধরাতেন, কালো চামড়ার মানুষগুলো বিনাযুদ্ধে ঘরদোর ছেড়ে পালিয়ে যেত, ইন্দ্র ঐসব 'অসুর'দের ধরে ধরে তাদের কালো চামড়া ছিঁড়ে ফেলতেন।

কালো চামড়ার মানুষ বলেই কি 'অসুর'?

হতে পারে, কত কী হতে পারে। 'অমর কোষ'-এ তো শবরদের 'ম্লেচ্ছ'ও বল হয়েছে।"[১৪] এই শবরেরা জানে না, তাদের নিয়ে পুরাণ, শাস্ত্রে কত কি লেখা আছে। না জানে বিশ্বামিত্র, না জানে অসুর,না জানে পর্ণশবরী দেবী, ফুদিচন্দ্র, নন্দিনী'র কথা। এরা শুধু জানে, তারা 'বেরাস্তণের থিক্যেও বড়'। এই শবরদের উৎসব অনুষ্ঠান বলতে আছে 'গামাপূর্ণিমা', 'বড়ামপুজো', 'বাঁধনা পরব'। গামাপূর্ণিমার দিনটি শবরেরা তাদের শুভদিন হিসেবে মান্য করে। বড়ামথানে 'বনদুর্গা'কে ভক্তি ভরে পুজো করে। পুজোর নৈবেদ্য বলতে বিজোড় সংখ্যক তুলসি পাতা, শুকনো শালপাতায় তেল সিন্দুর মাখিয়ে, তুলসি পাতায় আতব চাল রেখে পুজো করে। বলি দেওয়া হয় ছোট সাদা সাদা মুরগির বাচ্চা। তারপর শুরু হয় শিকার পর্ব, তসর-এর বীজ বাপন। এই পুজোয় অভিনীত হয় 'ললিতা পালা' যাত্রা। এই পালা অভিনীয় করে লোধারা প্রমাণ দেয় যে লোধা শবরদেরও সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ছিল। এখন কলিকাল। সবকিছুর পরিবর্তন হয়, লোধাদেরও পরিবর্তন ঘটবে। তবে এই পূর্ণিমা আমাবস্যার জন্য এদের পঞ্জিকার প্রয়োজন হয় না। অরণ্য প্রকৃতির পরিবর্তনের দেখে দিনক্ষণ স্থির করে নিতে পারে। তাই দেখ যায় - "কুড়চিফুল ফুটে বন-জঙ্গল ডোবকা-ডুংরি ধবোয় ধবো হয়ে গেলে, ঝরা-মরার পরে ঢেঁকাশাকের ঘাছে চিরোল চিরোল পাতা গজালে, ভেলা-ভূড়কু বেল-কৎবেল পানআলু চুরচুআলুর অঢেল সন্ধান মিললে তামাম লোধাজনমানুষ জেনে যায় এখন খরার কাল। ঝোপ-ঝাড়ের ধারে, বালিপোত অঞ্চলে, রদবদিয়ে বালিছাতু ফুটলে, লাল ভেলভেটের তুল্য অজস্র ছাতুপোকা ঘুরে বেড়ালে, কাড়হানছাতু কুড়কুড়িয়াছাতুর জন্য বাবু-ভায়াদের হাটুয়া – লাল পিঁপড়ের বাসা বা 'কুরকুট পটম'-এর দেখা মিললে, আর দেখতে নেই চলছে আষাঢ় শরাবণ মাস। ঝড়িয়া-বর্ষার মরশুম। পরবছাতু, আঁউলা-বাঁউল, বন-কাঁকড়ো-কাঁকরোল, বেনাবুদা ফুলে ফুলময় হয়ে উঠলে তবে জানবে পরবের মাস। দুর্গাপূজা, বাঁদনাপরবের কাল। আর শীত? তেলহীন রুখো দেহে খড়ি ফুটলে, ঠোঁট ফাটলে, টাঁড়-টিকরে ডুবকা-ডুংরিতে দিবারাত্র 'ধুনি' জ্বললে, হি-হি ঠাণ্ডায় কী ঘরে কী বাইরে 'দাঁতকপাটি' লেগে যাবারই যোগাড়, তখনই পউষ-মাইসর মাস। কুয়াশায় বন-জঞ্জল ঢেকে গেলে, চলনরাস্তা - নদীবালি শিশিরের ফোঁটায় কুয়াশার জলে ভিজে সপ্ সপ্ করলে, টুপ্ টুপ্ মহুল পড়লে, মনে রাখবে মাঘ-ফাল্গুন – 'যুগিনীবাটিয়া' বড়ামপূজার আর দেরি নেই। দেরি নেই, আর দেরি নেই। পাঁজি-পুথি কী করবে?"[১৫] এই বিষয়ে বড়াশোলের গাজনলোধা লোধা সমাজে একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি।

লোধা সমাজে আর অনুষ্ঠান বলতে আছে 'চাঙ নাচ'। চাঙ নাচ হয়ে থাকে 'চাঙু' নামক বাদ্য যন্ত্রের দ্বারা। এই যন্ত্র শবরদের ঘরে ঘরে আছে। যন্ত্রটি গোলাকার কাঠের তৈরি। একদিক চামড়ায় ঢাকা, আরেকদিক ফাঁকা। জায়গায় জায়গায়

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 24
Website: https://tirj.org.in, Page No. 210 - 218
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

লাগানো থাকে দু-চারটা ঘুঙুর। এই নাচ করবার সময় কেউ কেউ ডান হাতের কব্জিতে বেঁধে নেয় একছড়া ঘুঙুর। তালে তালে হাত ঘুরালে ঘুঙুরও বাজবে, আর 'চাঙু'তে বোলও উঠবে। এই নাচের সাথে আছে 'পাঁতা-নাচ' অর্থাৎ পংক্তি নাচ। পা দুটো এগিয়ে পিছিয়ে মাঝে মাঝে সামান্য উপরে তুলে, মাথা ঝুঁকিয়ে-এই নাচ করে থাকে।

লোধা-শবরদের সমাজে কেউ বয়সের ভারে ভারাক্রান্ত হলে বা জীবনের অধিক বয়স অতিক্রান্ত হলে, অসুস্থ হয়ে পড়লে, তাদের আরাধ্য দেবতার স্থানে মানত করতে ছোটে বা এই বিষয়ে তাদের সমাজে বৃদ্ধ ব্যক্তির মতামত গ্রহন করে। তাই দেখা দেখা যায় রাইবুর বাবার যখন এখন-তখন অবস্থা, তখন রাইবু ছুটে গেছে বড়সোলে, গাজ্‌নালোধার কাছে উপায় জানতে। মানত করেতে বড়ামথানে পুজো করেছে-মা কালীর। ধূপ-ধূনায় ম-ম করছে চারিদিক। মানসিক করে গুড়, বৈতাল-কাঁখুয়া, দুধ, খুড়কা-ষাঁড়া দিয়ে। পুজাচার বলতে তুলসীপাতা, তেল-সিঁন্দুর, আতপচাল, তার উপর বলির ছিটা ছিটা রক্ত। এছাড়া তিন রাস্থার মোড়ে করেছে যুগ্‌নীর পুজো। মনে অশুভ আশঙ্কা জাগে কালো কাক, কালো কুকুর এবং পাটকার'দের নিয়ে। রাইবুর স্ত্রী শিশুবালার মনে জাগে –

> "পাটকার'দের কথা। মরার খবর পেলে তারপর তারা আসে, আসতেই হয় তাদের। মরার ঘরে এসে মেলে ধরে পট, একের পর এক। আর সে-সমস্ত পটে কত কী আঁকাজোকা! গয়াসুরের ছবি, গরুর লেজ ধরে বৈতরণী নদী পারাপারের ছবি, যমপুরীর ছবি।"[১৬]

লোধা-শবরদের আদিম সংস্কারের বশে এই পাটকারেরা তাদের গৃহে উপস্থিত হয়। পটচিত্র উপস্থাপন করে তাদের দেখানো হয় কিভাবে মৃত ব্যক্তি বৈতরণী নদী পার করে যমপুরে প্রবিষ্ট করে। এই সংস্কার তাদের সমাজে বহুকাল ধরে বহমান।

তপোবন জঙ্গলমহাল অঞ্চলে অরণ্য প্রকৃতির অন্তরালে জীবন ধারণকারী এক প্রান্তিক জনজাতি তাদের নিজস্ব জীবিকা, সংস্কার, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, সমাজ প্রভুদের অত্যাচার সমস্ত কিছু নিয়ে সাবলীল ভাবে জীবন অতিবাহন করছিল। কিন্তু 'অরণ্য সংরক্ষন' আইন যেন সমস্ত কিছু কেড়ে নিয়েছে। বাস্তুভিটে, বন-জঙ্গল, সুবর্ণরেখা সমস্ত ত্যাগ করে চলে হয় 'পুবের দেশে', শ্রমিক হয়ে নাবাল খাটতে। লোধা সমাজের প্রতি অন্যায় অবিচার রুখতে, লোধাদের অন্ধকার থেকে আলোর পথ দেখাতে, লোধা সমাজের উত্তরণ ঘটানোর জন্য ফুলটুসি তার মেয়ে নুকু ওরফে লক্ষীরাণী কে স্কুল কলেজে ভর্তি করেছে। সে এখন হস্টেলে থাকে। রাইবু মাতব্বর মনে মনে ভাবে শিশুবালার গর্ভে কোন সন্তান না জন্মালেও এই নুকুই হবে আগামী দিনে লোধা শবর সমাজের মাতব্বর উত্তারাধিকার। হস্টেলে থেকে পড়াশুনা করে, উচ্চবর্গ মেয়েদের হেয়ালি, লাঞ্চনা সহ্য করেও উচ্চশিক্ষায় উর্ত্তীণ হয় -এখন সে কলেজে পড়ে। 'অরণ্য সংরক্ষণ আইন' প্রণয়ন হওয়ার জঙ্গলমাহাল থেকে উচ্ছেদ হয়ে চলে গেছে 'পুবের দেশে' নাবাল খাটতে। এই নুকু পুবের দেশে অনেক সন্ধান করে জঙলমহাল দোড়খুলির লোধাদের খুঁজে পেয়েছে। সে এসেছে তাদের নিজের দেশে জঙলমহালে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। তাই বলেছে –

> "আর তোমাদের বলিহারি, ধানকাটার কাজ করতে চাও যদি তো এতদূরে আসতে হবে কেন? আমাদের ওদিকে কী চাষাভূষা নেই? ধারে-কাছে ধানবিল নেই? কেন, বড়োডাঙার মহাজন - ঘরের চাষবাস কী কম? নদীপারে বড়খাঁকড়ির বাবুঘরের ওদিকেও তো যেতে পারো?
>
> জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেয়ার মতো এমন করে বুকে ঘা মেরে বলল নুকু যে হাড়িয়া -লাইবুকা-নাকফুড়ির মতো হাড়ে হাড়ে চটা ছেলেরা পর্যন্ত দেশে ফিরে যাবার 'মন' করল। কিন্তু সে আর কতক্ষণ! ফের যে-কে-সেই, সেই এককথা – দেশে ঘরের চাষারা তাদের নেবে কেন? 'চোর' 'চোর' বলে 'দূর দূর' করে ভাগিয়ে দেবে না? আর তাছাড়া সেদিকে – সান্তাল -ভূয়া- ভূমিজ -বাউরি- বাগ্‌দী – কত মজুরই তো বেকার বসে আছে।"[১৭]

নুকু যে সব বোঝে জানে তা নয়। না-বুঝেও বোঝার মতো বলে। যদি তারা দেশে ফিরে যায়। কিন্তু এখন সেই শবর রাজা রাইবুও নেই, নেই গুড়গুড়িয়া। হাজতবাসে হয় তাদের গুম করে দেওয়া হয়েছে, না হয় হাজতেই তাদের মৃত্যু হয়েছে। নুকু শবরদের মধ্যে প্রদীপের আলো জ্বালতে চাইলেও সেই আলোর তলায় কত জন জড়ো হবে? জঙ্গলমহলে ফিরে গিয়ে শবরেরা ফিরে পাবে কি তাদের জন্মগত অধিকার, অরণ্যের অধিকার, মায়ের গর্ভে প্রবেশ করার অধিকার? তা হয়তো আর সম্ভব নয়। এসব জেনেও শবরেরা ফিরে চলে নুকুর সাথে মায়ের টান, গর্ভের টানে,অরণ্য প্রকৃতির টানে সেই

জঙ্গলমহল। এক সময় নুকু হয়তো তার শিক্ষা সংস্কারের বলে শবরদের অন্ধকারময় দিশাহীন জীবনে আলো ফুটিয়ে তুলবে, লোধা সমাজের উত্তরণ ঘটাবে। আগামী দিনে হয়তো লোধা শবররা সমাজে নতুন ভাবে পরিচিত হবে।

Reference:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, 'আরণ্যক', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৪২৬, পৃ. ১০৭
২. দাশ, নির্মল, 'চর্যাগীতি পরিক্রমা', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৭, পৃ. ১৯০
৩. তদেব পৃষ্ঠা – ২৩৬
৪. বেরা, নলিনী, 'শবর চরিত' (অখণ্ড সংস্করণ), করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ নভেম্বর ২০১৭, পৃ. ৩৭২
৫. তদেব পৃ. ১৮
৬. তদেব পৃ. ৩৫
৭. তদেব পৃ. ৬৩
৮. তদেব পৃ. ২৮৯-২৯০
৯. তদেব পৃ. ৪৪০
১০. তদেব পৃ. ৩৫৪
১১. তদেব পৃ. ৫২
১২. তদেব পৃ. ৩০১
১৩. তদেব পৃ. ১৩১
১৪. তদেব পৃ. ১৩১
১৫. তদেব পৃ. ৫৯
১৬. তদেব পৃ. ২১৮
১৭. তদেব পৃ. ৬৫০

Bibliography:

ঘোষ, তপনকুমার, (সম্পাদনা) 'প্রাচীন ভারতে বর্ণ শ্রেণি ও জাত', ছোঁয়া, শেওড়াফুলি, হুগলি, ২০১৬
ঘোষ, প্রদ্যোত, 'বাংলার জনজাতি (প্রথম খণ্ড)', পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০৭
ঘোষ, প্রদ্যোত, 'বাংলার জনজাতি (দ্বিতীয় খণ্ড)', পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০১৩
চক্রবর্তী, অর্ণব, (সম্পাদিত) 'স্বাধীনতা উত্তর বাংলা উপন্যাস', পরশপাথর প্রকাশন, কলকাতা, ১৪২০ বঙ্গাব্দ
দাশ, নির্মল, 'চর্যাগীতি পরিক্রমা', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৭
বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্যাণী, 'নারী শ্রেণী ও বর্ণ, নিম্নবর্গের নারীর আর্থসামাজিক অবস্থান', ম্যানাস্ক্রিপ্ট ইন্ডিয়া, সাঁতরাগাছি, রামরাজাতলা, হাওড়া, প্রথম সংস্করণ : জানুয়ারি ২০০০
বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, 'আরণ্যক', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৪২৬
বন্দ্যোপাধ্যায়, রুমা, 'বাংলা উপন্যাসে নিম্নবর্গের অবস্থান', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১৪
বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ, 'পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ (প্রথম খণ্ড), বাস্কে পাবলিকেশন , কলকাতা, ২০১৬
ভট্টাচার্য, দেবাশীষ, 'বিশ শতকের বাংলা কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গীয় চেতনা', অক্ষয় প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯১
ভদ্র, গৌতম ও চট্টোপাধ্যায় পার্থ সম্পাদিত, 'নিম্নবর্গের ইতিহাস', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, নবম মুদ্রণ ২০১৮
ভক্তা, প্রহলাদকুমার, 'লোধা শবর জাতির সমাজজীবন', মারাংবুরু প্রেস, পূর্ব মেদিনীপুর, ২০০৯
মজুমদার, দিব্যজ্যোতি, 'আদিবাসী সমাজ ও সংস্কৃতি', তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, ২০০৪

মহাপাত্র, অনাদিকুমার, 'ভারতীয় সমাজব্যবস্থা',সুহৃদ পাবলিকেশন, কলেজস্কোয়ার (পশ্চিম), কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ : জুন ২০১৯

মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, 'কালের প্রতিমা, বাংলা উপন্যাসের পচাঁত্তর বছর : ১৯২৩ -১৯৯৭, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১০

সেনমজুমদার, জহর, 'নিম্নবর্গের বিশ্বায়ন', পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০৭